প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ১০৩-১১৮

নৃবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ : একটি অন্বেষণ

নাসিমা সুলতানা [১]

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধটিতে সংক্ষেপে নৃবিজ্ঞানের সাথে মার্কসবাদের সংযুক্তিকে পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়েছে। উনিশশো ষাটের দশকে মাকর্সবাদ নৃবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করে; সত্তরের দশকে এটি নানা ধারা-উপধারায় বিকশিত হয়। মার্কসবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা ফ্রান্সে কাঠামোগত মার্কসাবাদের জন্ম দেয়। মার্কিন নৃবিজ্ঞানে এটি বস্তুবাদী ও নব্যমার্কসবাদী– এই দু' ধরনের মতবাদগোষ্ঠী তৈরি করে। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানেও ক্রিয়াবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটে। শুরুতে বিষয়টি উন্মাদনা সৃষ্টি করলেও আশির দশকের পর থেকে এটি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এখানে নৃবিজ্ঞানের সাথে মার্কসবাদের সম্পর্কের পটভূমি ও তার ফলকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মুল শব্দ: মার্কসবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, বস্তুবাদ, নব্যমার্কসবাদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ, সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও কাঠামোগত মার্কসবাদ।

সূচনা

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাশি একাডেমিক জগতে মার্কসীয় চিন্তা গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, নেদারল্যান্ডস, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, কানাডা ও লাতিন আমেরিকায় এর প্রসার ঘটে (ব্লক, ১৯৮৩)। মার্কসবাদ সবচাইতে বেশি সমাদৃত হয়েছিল ফ্রান্সে। সেখানকার নৃবিজ্ঞানীরা স্টুয়ার্ট ক্যানাল ও লুই আলথুসারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃজনশীলভাবে মার্কসের চিন্তা-ভাবনাকে জাতিতাত্ত্বিক উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন।

মার্কিন নৃবিজ্ঞানী লেসলী হোয়াইট প্রযুক্তিগত পরিবর্তন যেভাবে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায় বলে দেখিয়েছেন, তা অনেককে মার্কসীয় বিশ্লেষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মারভিন হ্যারিস নিজস্বভাবে মার্কসের বক্তব্যগুলিকে সংশোধন করে সংস্কৃতি-বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন। তবে এরিক উলফের মূল আলোচনা ছিল মার্কসের সমাজ-বিশ্লেষণের মূল হাতিয়ার 'উৎপাদন পদ্ধতি'-ভিত্তিক। মার্কিন একাডেমিশিয়ানরা মার্কসকে চিনেছেন মূলত মারভিন হ্যারিসের মাধ্যমে। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানীরাও মার্কসীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু কিছু কাজ করেছেন, তবে ফ্রান্স কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো

[১] সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল: minotee@du.ac.bd

সেখানে কোনো বিশেষ ধারা জন্ম নেয়নি। এ প্রবন্ধে প্রথমে মার্কসবাদের পরিচিতিমূলক বিবরণ উপস্থাপন করা হবে। এরপর নৃবিজ্ঞানে কী করে মার্কসীয় ধারার আগমন ঘটল, তার পটভূমি আলোচনা করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানে উদ্ভাবিত মার্কসবাদী মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা উপস্থাপন করা হবে। চতুর্থ পর্যায়ে এ মতবাদগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য যাচাইয়ের প্রয়াস নেয়া হবে ও উপসংহার টানা হবে।

'মার্কসবাদ' কী?

সাধারণভাবে বলতে গেলে 'মার্কসবাদ' হচ্ছে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) ভাবনা-চিন্তা এবং তার উপর ভিত্তি করে নিরন্তর রচিত হতে থাকা অনুসারীদের ভাবনা। রাজনৈতিক অর্থে মার্কসবাদ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রাম, যেটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাবে। বর্তমান আলোচনার সুবিধার্থে মার্কসবাদ বলতে আমরা বুঝব একটি দর্শন, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদ্যমান মানব সমাজ এবং ভবিষ্যতের মানব সমাজ কী হওয়া উচিত সেটি, ও একটি তত্ত্বসমগ্র, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের স্বরূপ-বিশ্লেষণ (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩, পৃ: ৩১)।

মার্কস-এঙ্গেলসের মতে সমাজ কোনো স্থির ব্যবস্থা নয়। এটি ক্রমশ বিবর্তিত হয়। সমাজ গড়ে ওঠে উৎপাদন পদ্ধতিকে (mode of production) কেন্দ্র করে। এই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিচের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

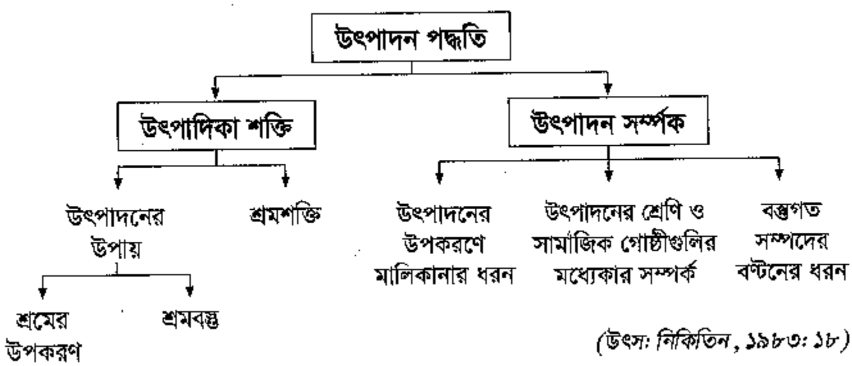

(উৎস: নিকিতিন, ১৯৮৩: ১৮)

উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের একটি দ্বান্দ্বিক ঐক্য। মানুষ অন্য প্রজাতি হতে এই অর্থে ভিন্ন যে সে তার আহার্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে, ফলে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়। এই উদ্বৃত্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ মানব ইতিহাসের এক পর্যায়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, যে দল সম্পদের এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, সেই দল হয়ে ওঠে সমাজের শাসক শ্রেণি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণি গড়ে ওঠে। তবে এসব শ্রেণি বিভাজনের মূল মানদণ্ড হলো উৎপাদনের উপায়গুলির

ওপর মালিকানা থাকা না থাকা। উৎপাদনের উপায় কী? মার্কসের দৃষ্টিতে, শ্রম বস্তু (যেমনঃ জমি) ও শ্রমের উপায় (যেমনঃ হাতিয়ার) মিলে গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায় (means of production)। সমাজের সকল মানুষের উৎপাদনের উপায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা একই রকম নয়ঃ কেউবা ভূমির মালিক, কেউ মালিক নয়, শুধুমাত্র বর্গাদার। কেউ আবার কৃষিজ জমিতে মজুরি খাটেন। উৎপাদনের উপায়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে উৎপাদন-সম্পর্ক (যেমনঃ ভূমি মালিক ও কৃষি মজুরের সম্পর্ক)।

উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলেই গড়ে তোলে উৎপাদন পদ্ধতি, যা মার্কসীয় মতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি। সংক্ষেপে এই হচ্ছে সমাজ ও ইতিহাসকে দেখার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে আখ্যা দেয়া হয়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা হলো ভিত্তি (base), আর এর উপর গড়ে ওঠে উপরিকাঠামো (superstructure), যা সমাজের ভাবাদর্শ, রাজনীতি, আইন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে (দেখুন, মার্কস ও এঙ্গেলস, ১৯৭০)। মানব ইতিহাসকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ক্রমান্বয়িক পর্বে ভাগ করেন, যা সুনির্দিষ্ট কোনো উৎপাদন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এগুলি হলো আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ। জীবনের শেষ দিকে, আদিম সমাজ বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটে নৃবিজ্ঞানের সাথে। যার ফল, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কর্তৃক রচিত *পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* নামক গ্রন্থটি (১৯৭২)।

ইউরোপীয় আলোকময়তার দার্শনিকদের মতো মার্কসও ভাবতেন যে মানব সমাজ ক্রমশ অধিকতর প্রগতির ধারায় বিকশিত হচ্ছে, পরিবর্তন ঘটছে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। তবে তাঁর দৃষ্টিতে মানব ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। সেই অর্থে মার্কসীয় ইতিহাসের ধারণা প্রথাগত ইতিহাসের ধারণা থেকে ভিন্ন। শ্রেণির ইতিহাসের চাবিকাঠি হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামজিক এবং রাজনৈতিক সুবিধাদি অর্জনের লড়াই ও সংগ্রাম। নৃবিজ্ঞানে মার্কসীয় ধারা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের ওপর ফোকাস করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব গুলিকে বিবেচনা করে, যা মানুষের বেঁচে থাকার শর্ত ও অবস্থাগুলিকে নিরূপণ করে (ক্র্যাপো, ১৯৯৫, পৃঃ ২৯)।

নৃবিজ্ঞানে মার্কসবাদী চিন্তা-বিকাশের পটভূমি

রাজনৈতিক দর্শন ও মতামতের বৈপরীত্যের কারণে নৃবিজ্ঞানে এক সময় মার্কসবাদ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী লেসলি হোয়াইট তাঁর কাজে মার্কসের কাছে কোনো প্রকার ঋণ স্বীকার না করলেও তিনি নিজ দেশের অন্যান্য বুদ্ধিজীবি দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন (লেটন, ১৯৯৭; ম্যাকগি ও ওয়ার্ম, ২০০৮ দ্রষ্টব্য)। বস্তুত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কিন নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গানের সমাজ বিকাশের বৈবর্তনিক বিশ্লেষণ পছন্দ করা, নিজেদের প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ বিশ্লেষণে তা গ্রহণ করা ও পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসবাদকে অফিশিয়াল মতবাদ হিসেবে গ্রহণ ও সমাজপাঠে তা গোঁড়ামীপূর্ণভাবে ব্যবহার করায় নৃবিজ্ঞান তো দূরের কথা, অন্য কোনো জ্ঞানকাণ্ডেও মার্কসীয় চিন্তাধারা তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি (ব্লক, ১৯৮৩)।

যা হোক, ১৯৬০-এর দশকে আলজেরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন, রাশিয়ার স্ট্যালিনীয় মতবাদ থেকে পিছু হটা- ইত্যাদির ফলে ফরাশি নৃবিজ্ঞানীরা মার্কসবাদ ও নৃবিজ্ঞানকে একত্র করবার তাগিদ অনুভব করেন। ক্রমশ 'বিচ্ছিন্নতা' সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণা, 'ভ্রান্ত সচেনতা' হিসেবে ভাবাদর্শ, বুনিয়াদী কাঠামো ও উপরিকাঠামোর স্বাতন্ত্র্য, পৃথকীকরণ ও বিরোধিতা, অসংগতির ধারণা, শ্রেণি দ্বন্দ্ব ইত্যাদি প্রত্যয় পশ্চিমা বিদ্যাজগতের শব্দভাণ্ডারে ঢুকে পড়ে (এরিকসেন ও নিয়েলসেন, ২০০১)।

ফরাশি নৃবিজ্ঞানে মার্কসীয় ভাবনার অনুপ্রবেশঃ এর প্রথম পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় সমাজ বিকাশ বিষয়ে সোভিয়েত সঙ্কল্পনার বাইরে যাবার মধ্য দিয়ে। আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলি এর সাথে খাপ খায় না, এটি দেখাবার চেষ্টা করা হয়। তখনকার ফরাশি সাম্যবাদী সুরেট ক্যানাল দেখান যে আফ্রিকার সমাজগুলিকে 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার' একটি ভিন্নরূপ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। কাজেই মার্কসের 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হয়। বস্তুত আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি দাস বা সার্ফদের শোষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং এগুলি অখণ্ড কোনো সম্প্রদায়কে শোষণ করবার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী আধিপত্যশীল গোষ্ঠীর সাথে এসব সম্প্রদায়ের বাহ্যিক সর্ম্পক থাকা সত্ত্বেও তারা সম্প্রদায়গত সংগঠনকে কম-বেশি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কানাল বলেন যে মার্কস-কথিত সমাজ বিকাশের সংকল্পনাটি "ইউরোপ কেন্দ্রিক"। কাজেই মার্কসীয় নৃবিজ্ঞান অ-ইউরোপীয় সমাজ সর্ম্পকে পাওয়া পেশাদার নৃবিজ্ঞানীদের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে তাকে সংশোধন করবে (ব্লক, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪৯)।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল মূলধারার ফরাশি নৃবিজ্ঞান ও নতুন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে একসাথে আনা। ষাটের দশকের প্যারিস-কনফারেন্সে তা অনেকটাই সম্পন্ন হয়। সেখানে 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির' ধারণাটি পুনরায় পরীক্ষিত হয়। মার্কস এবং মর্গানের কাছে ছিল না, এরকম তথ্যগুলিকে একসাথে করে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি সংশোধনের প্রয়োজনীতার কথা বলা হয়। সর্বোপরি নতুন তথ্যগুলোর আলোকে নতুন তত্ত্ব গঠনের কথা বলা হয়।

অর্থনৈতিক বিষয়াবলির সাথে অর্থনৈতিক নয় এমন বিষয়াবলিকে মরিস গোদেলিয়ে তাঁর কাজে যুক্ত করেন। যেমনঃ আচার-অনুষ্ঠান, গোষ্ঠী সংগঠন, ভাবাদর্শ ইত্যাদি। তিনি অধিকাঠামোর ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। মার্কসের উৎপাদন সম্পর্ক প্রত্যয়টির স্থলে সামাজিক সম্পর্ক প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। একই সাথে তিনি 'সংস্কৃতি'র জায়গায় 'ভাবাদর্শ'র ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। গোদেলিয়েরের প্রচেষ্টার ফলে ফ্রান্সে মার্কস-কথিত 'উৎপাদন পদ্ধতির' তালিকা বাতিলের পর্যায়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে ইম্যানুয়েল টেরের *মার্কসবাদ ও আদিম সমাজ* (১৯৭২) গ্রন্থের বক্তব্যও প্রাসঙ্গিক। টেরের কাজ ক্রিয়া ও কাঠামোবাদীদের কালানুক্রমিক (synchronic) পাঠ থেকে মার্কসবাদী নৃবিজ্ঞানীদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। পাঁচটি উৎপাদন পদ্ধতির ওপর গড়ে ওঠা সামাজিক গঠনকে তিনি সমাজ বিকাশের পাঁচটি স্তরে বিন্যাসের উদ্যোগকে বিভ্রান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন (ব্লক, ১৯৮৩, পৃঃ ১৫০)। আমাদের দরকার হচ্ছে 'বিশ্লেষণাত্মক হাতিয়ার', যা দিয়ে আমরা উৎপাদন পদ্ধতিকে নির্মাণের 'বুদ্ধিভিত্তিক প্রক্রিয়ায়' যে উপাদনগুলি ব্যবহার করব, তাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারি বলে তিনি দাবি করেন (টেরে, ১৯৭৭, পৃঃ ১৩৭, ব্লকে উল্লেখিত)।

ফরাশি নৃবিজ্ঞানে মার্কসবাদী ধারা বিকাশে লুই আলথুসারের প্রভাবও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উৎপাদন পদ্ধতিকে 'বিশ্লেষণের হাতিয়ার' হিসেবে কী করে গড়ে তোলা যাবে, সে বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। মার্কসের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁর মূল কাজ *ক্যাপিটাল* এ ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সাথে বাঁধা। নৃবিজ্ঞানীরা চাইতেন সাধারণ তত্ত্ব থেকে সুনির্দিষ্ট 'কেস'-এর পৃথকীকরণ, যাতে সেটিকে তাঁরা সমাজ বিশ্লেষণে ব্যবহার করতে পারেন। আর এই কাজটি করে দিয়েছিলেন লুই আলথুসার (ব্লক, ১৯৮৩, পৃ: ১৫২-১৫৩)। আলথুসার তাঁর লেখায় মূল কাঠামো-উপরি কাঠামো সম্পর্কে এক ধরনের নমনীয়তার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর কাছে উৎপাদন পদ্ধতি ছিল 'অভ্যন্তরীণভাবে গ্রন্থিবদ্ধ কাঠামোগুলির ব্যবস্থা', যা একে ওপরের ওপর ক্রিয়া করে কিন্তু সবার সমান ক্ষমতা থাকে না (ব্লক, ১৯৮৩, পৃ: ১৫৪)। বস্তুত 'গ্রন্থিবদ্ধকরণ' প্রত্যয়টি দ্বারা আলথুসার এক ধরনের সংযোগকে বুঝিয়েছেন, যেখানে যা কিছু যুক্ত হোক না কেন, পরিণামে তা সমগ্রকে গড়ে তোলে না।

যাই হোক, মার্কসীয় প্রভাব, আলথুসারের মার্কস বিষয়ক কাজ, এবং তুলনামূলক জাতিতত্ত্ব সর্বশেষে এক শক্তিশালী ধারার সালে মিলে যায়, যেটি ক্লদ লেভিস্ট্রসের ভাববাদী চিন্তা। এই মিলনের কাজটি সম্পন্ন হয় মরিস গোদেলিয়ের হাতে। লেভিস্ট্রসের কাঠামোবাদকে তিনি 'সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি (real scientific advancement)' বলে গণ্য করতেন। গোদেলিয়ে এটিও মনে করতেন যে মার্কসের 'বিরোধিতা (contradiction)' প্রত্যয়টি কাঠামোবাদকে অধিকতর ঐতিহাসিক করে তুলতে পারে। ফলে জন্ম নেয় এক নতুন চিন্তাধারার, যেখানে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বকে দ্বান্দ্বিক ভাববাদী তত্ত্বে রূপান্তারিত করবার দেখা মেলে (এরিকসন ও মারফি, ২০০৩, পৃ: ১০০)।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ: বৃটিশ ক্রিয়াবাদীদের মধ্যে ম্যাক্স গ্লকম্যান 'দ্বন্দ্ব'কে ক্রিয়াবাদে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটি 'শ্রেণি দ্বন্দ্ব' ছিল না। গ্লকম্যানের আরেকজন ছাত্র পিটার ওয়ার্সলি পশ্চিম আফ্রিকার তালেনযিদের মাঝে মায়ার ফোর্টসের লেখা এথনোগ্রাফিটিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি ফোর্টসের সমালোচনা করে বলেন যে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এর পেছনকার অর্থনৈতিক স্বার্থগুলিকে ফোর্টস অগ্রাহ্য করেছেন।

পিটার ওয়ার্সলি (১৯৫৭) যুক্তি দেন যে ওশেনিয়ার ধর্মীয় আন্দোলনগুলিকে বিছিন্নভাবে না দেখে 'ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির প্রতি হতাশার এক প্রত্যক্ষ সাড়া' হিসেবে দেখতে হবে। ওয়ার্সলির কাজ বৃটিশ নৃবিজ্ঞানে আরও অনুরূপ কাজের জন্ম দেয়। এসব কাজে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ও তার তাৎপর্যকে মার্কসীয় ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাঠ করা হয়। তালাল আসাদের *নৃবিজ্ঞান: ঔপনিবেশিক সাক্ষাৎ* (১৯৭৩) এই প্রবণতাকেই তুলে ধরে, কিন্তু বৃটিশ নৃবিজ্ঞানকে তা বিকল্প অবস্থান তৈরির সুযোগ দেয়নি। নতুন তাত্ত্বিক প্রণোদনার জন্য বৃটিশ নৃবিজ্ঞানীরা অন্য দেশের প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন, যেমন: ফ্রান্স (ব্লক, ১৯৮৩)।

মার্কিন নৃবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ: মার্কসবাদের সাথে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক শুরু থেকেই নেতিবাচক ছিল। সেই সময়কার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বিবর্তনবাদকে 'কমিউনিস্টদের' সাথে সম্পর্কিত করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। লেসলি হোয়াইটের কথা আগেই বলা হয়েছে। জুলিয়ান স্টুয়ার্ড ১৯৪০-এর দশক থেকে সমাজ ব্যবস্থার ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে

গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজের বিবর্তনকে তিনি ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে অব্যাহত অভিযোজন হিসেবে দেখেন। এ তত্ত্বটি দক্ষিণ আমেরিকান সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে (ম্যাকগি ও ওয়ার্ম, ২০০৮)।

মার্কিন নৃবিজ্ঞানীদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী স্টুয়ার্ডের তত্ত্বকে হোয়াইটের তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে মার্কিন নৃবিজ্ঞানে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ গড়ে তোলে। এটি 'সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ' নামে পরিচিত পায়। তত্ত্বটির কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশের চাহিদা ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ কারণগত সংযোগ বিদ্যমান। যেমন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে। কেননা তখন পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনীতা দেখা দেবে। তত্ত্বটিকে মার্কস এবং এঙ্গেলসের *দ্যা জার্মান ইডিওলজি* (১৯৭০) গ্রন্থে প্রদত্ত 'ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতি তাঁদের উৎপাদনের নির্ধারণকারী বস্তুগত অবস্থার ওপর নির্ভর করে' বক্তব্যের নির্দশন হিসেবে দেখা যেতে পারে বলে ব্লক মনে করেন। ফলে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশবাদকে এক অর্থে মার্কসবাদী বলে দাবি করা হয়েছে (ব্লক, ১৯৮৩)।

নৃবিজ্ঞানীরা একসময়ে মনে করতেন যে তাঁরা আদিম মানুষ এবং কৃষকদের নিয়েই উদ্বিগ্ন বলে পুঁজিবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু চিনের বিপ্লব এবং বিশ্বজুড়ে কৃষক বিদ্রোহের বিস্তৃতি স্পষ্ট করেই বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে গ্রামের সংযুক্তিকে তুলে ধরে। জুলিয়ান স্টুয়ার্ডের দুজন ছাত্র এরিক উলফ ও সিডনি মিন্য্ তাঁদের কাজে কৃষক সম্প্রদায়কে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে পাঠ করার উপযোগিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁরা লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের কৃষকদের ওপর পুঁজিবাদের প্রভাবকে বুঝবার চেষ্টা করেন; কৃষক সম্প্রদায়গুলির ভেতরে ও বাইরে-উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণি সম্পর্ককে পাঠ করায় প্রয়াসী হন। তবে তাঁরা প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্বের দিকে ফিরে যাননি; পুঁজিবাদী সমাজে কৃষকদের অবস্থান বিষয়ক মার্কসের আলোচনার দিকে নজর দিয়েছেন। এভাবে গত শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে মার্কসবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানকে মেলানোর বিভিন্ন প্রবণতা মার্কসবাদী নৃবিজ্ঞানের ধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যাই হোক, বিংশ শতকের মধ্যভাগে দু' ধরনের বস্তুবাদী চিন্তা নৃবিজ্ঞানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ম্যাকগি ও ওয়ার্ম (২০০৮) এগুলির নাম দিয়েছেন 'প্রাতিবেশিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'নব্য মার্কসবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি। এদের মধ্যে প্রথমটি 'সাধারণ ব্যবস্থার তত্ত্ব (general systems theory)' ও ক্রমে বেড়ে ওঠা প্রাতিবেশিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিল। এরা ধরে নিত যে সমাজগুলি stable বা স্থিত, অর্থ্যাৎ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থার্মোস্ট্যাটের মতোই ফিডব্যাকের মেকানিজম হিসেবে কাজ করে থাকে। এর দ্বারা এটি শক্তি উৎপাদন ও ব্যয়ের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের উৎপাদনশীল সক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে। নৃবিজ্ঞানে এটির আগমনের অন্যতম উৎস ছিল ফ্রেডরিখ র‍্যাটজেলের অ্যানথ্রোপোজিওগ্রাফি এবং বিবর্তন বিষয়ে ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গি (প্রাগুক্ত)।

প্রাতিবেশিক বস্তুবাদী তত্ত্বের একটি ধারা হচ্ছে নব্য ক্রিয়াবাদ। রয় র‍্যাপাপোর্ট ও মারভিন হ্যারিসের তত্ত্ব দুটি এর মধ্যে পড়ে। এরা সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত (ম্যাকগি ও ওয়ার্ম, ২০০৮)। মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহলিন তাঁর ক্যারিয়ারের এক সংক্ষিপ্ত সময়

মার্কসবাদী ধারায় অতিবাহিত করেছিলেন। এ ধারা থেকে পরে তিনি বেরিয়েও যান। ওই সময়ে মার্কসীয় ধারা অনুসরণে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, তার এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের পরের অংশে তুলে ধরা হবে। সাহলিনের এই পর্যায়ের কাজকে 'সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ' শিরোনামে ফেলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে একই সময়ে 'নব্য মার্কসবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে। ইউরোপের নব্য মার্কসবাদীরা (dialectical contradiction) বা দ্বন্দ্বমূলক বিরোধিতার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার সংগ্রাম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে আবর্তিত হয়। মার্কিন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করেছিল বলে সমাজে দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে তুলেছিল বলে তাঁরা সেটির প্রতি সমালোচনা মুখর ছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮)। ফরাশি 'কাঠামোগত মার্কসবাদ'কে নব্য মার্কসবাদ বলে গণ্য করা হয়। মার্কিন নব্য মার্কসবাদী ধারার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন এরিক উলফ। তিনি ও তাঁর মতো নৃবিজ্ঞানীদের কাজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' নামক একটি মতবাদগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে।

নৃবিজ্ঞানের মার্কসবাদী মতবাদসমূহ

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে নানা ধারা ও উপধারা মিলে ব্যাপক অর্থে 'মার্কসীয় নৃবিজ্ঞান' পরিচিতি লাভ করেছে। নৃবিজ্ঞানের সাথে মার্কসীয় ধারণার মিলন নৃবিজ্ঞানে কিছু মতবাদগোষ্ঠীরও জন্ম নিয়েছে। এগুলি হচ্ছে: (১) সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ (২) সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ (৩) রাজনৈতিক অর্থনীতি (৪) সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ ও (৫) কাঠামোগত মার্কসবাদ। নিম্নে এগুলোর আলোচনা করা হল:

সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ: সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে সংস্কৃতি ও তার পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়। এখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌক্তিকতাকে তাদের নিজ নিজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ মূলত রয় র‍্যাপাপোর্টের মতবাদ। তবে এ মতবাদ বিকাশে এনড্রু ভেইডা, জুলিয়ান স্টুয়ার্ড ও লেসলি হোয়াইটের অবদান উল্লেখযোগ্য। হোয়াইট ও স্টুয়ার্ড সম্পর্কে পূর্বের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

ভেইডা ও র‍্যাপাপোর্ট মনে করেন যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মতোই অভিযোজনীয় (adaptive)। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্যসাধন পদ্ধতিগুলো সাংস্কৃতিক অভিযোজনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। তাঁরা উভয়ই মনে করেন যে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উভয়ই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাঁরা বলেন, যেসব ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আচরণ করে, তাদের বিভিন্ন মাত্রায় টিকে থাকার ও পুনরুৎপাদনের সাফল্য রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তাদের আচরণের ধরনগুলো সঞ্চারিত হয়। র‍্যাপাপোর্টের কাজকে এ ধারার একটি ভালো উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। র‍্যাপাপোর্ট (১৯৬৭) মনে করেন যে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতি ভিন্ন হয় অভিযোজনের ফলে। তিনি নিউগিনির সাম্বাগা জনগোষ্ঠীর উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন। সাম্বাগা জনগোষ্ঠী মূলত উদ্যানকৃষির উপর নির্ভরশীল, যারা বাড়ির বাগানের মূল শস্য (root crops) খায়। তারা শুকর পালন করে। শুকরগুলোকে বাড়ির আশেপাশে রাখা হয়, কারণ শুকর যখন চরে খায়, তখন

মাটি অনেকাংশই চাষ হয়ে যায়। শুকরের পাল যখন ছোট থাকে, তখন তাদের পালনের জন্য খরচ কম থাকে। কিন্তু যখন শুকরের সংখ্যা বাড়ে, তখন তাদের পালন করবার খরচ বাড়ে এবং তারা প্রতিবেশীদের বাগান নষ্ট করে। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে কলহ বাড়ে। এভাবে (মোটামুটিভাবে ১১ বছর পর পর) সাম্বাগা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যারা হেরে যায়, তারা দূরে পালিয়ে যায় এবং যারা জয়ী হয়, তারা পরাজিতদের সম্পত্তি দখল করে।

র‍্যাপাপোর্ট মনে করেন যে শুকরের আধিক্যের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা মেটানোর জন্য সাম্বাগা জনগোষ্ঠী একটি 'cycle of ritual'-এর উদ্ভব ঘটায়। যুদ্ধের পর সাম্বাগা জনগোষ্ঠী শুকর নিধন করে পার্শ্ববর্তীদের ও পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিতরণ করে। শুকরের মাংসকে একটি মূল্যবান ভোগ্যবস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। র‍্যাপাপোর্টের মতে, সাম্বাগা জনগোষ্ঠীর শুকর নিধনের আচারটি উৎপাদন ও সম্পদের সাথে জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর বা অভিযোজনের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধের ফলে সম্পদ বিভক্ত হয়, মানুষ মারা যায়। ফলে সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমতা আসে। মজার কথা হলো, কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদীরা যেমন দেখাতে পারে না কোন প্রথাটি ক্রিয়ামূলক, সাংস্কৃতিক প্রতিবেশবাদীরাও তেমনই দেখাতে পারে না কোন নির্দিষ্ট প্রথাটি অভিযোজনীয় (adaptive)। বস্তুত এই দৃষ্টিকোণটি একটি নিখাদ বিবরণে পর্যবসিত হয়। যেমন পাকস্থলীর কাজ হচ্ছে খাবার হজম করা, তেমনই শুকর উৎসর্গের আচার-অনুষ্ঠানের কাজ হচ্ছে শুকরের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা (ফ্রিডম্যান, ১৯৭৪)। যাই হোক, শুধুমাত্র একটি সমাজ অধ্যয়নের কারণে এবং বিকল্প সমস্যা সমাধানের উপায় পরীক্ষা করে না দেখার কারণে এমন কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া কঠিন যে কোন পদ্ধতি কোন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য অধিক অভিযোজনযোগ্য।

সাংস্কৃতিক বস্তুবাদঃ মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মার্ভিন হ্যারিস (১৯৬৮) সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক বস্তুবাদকে একটি তাত্ত্বিক মডেল এবং গবেষণা-কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদের বিকাশে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বলে গৃহীত হয়ে থাকেন। তাঁর কাজে তিনি কার্ল মার্কসের 'উৎপাদন' এবং ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা' তত্ত্ব দুটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। হ্যারিসের কাজ লেসলি হোয়াইট দ্বারা পুনরুত্থাপিত মার্কসীয় পরিপ্রেক্ষিতকে অনুসরণ করেছে। মার্কসবাদী 'দ্বান্দ্বিকতা' বাতিলপূর্বক তিনি ও তাঁর অনুসারীরা পুনরুৎপাদনের উপায়গুলির প্রাধান্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, আর সেটিকে তিনি অধিকাঠামো বলে গণ্য করেছেন। অধিকাঠামো একটি সমাজের আচরণ এবং বিশ্বাসকে নির্ধারণ করে। অধিকাঠামোর চূড়ান্ত প্রভাব এই সত্য থেকে উৎসারিত হয় যে মানবজাতি জীবন ধারণকারী শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন (ক্র্যাপো, ১৯৯৫)। হ্যারিস তাঁর 'দি কালচারাল ইকোলজি অব ইন্ডিয়াস স্যাকরেড ক্যাটল' নামক প্রবন্ধে (ম্যাকগি ও ওয়ার্মস, ২০০৮- এ পুনর্মুদ্রিত) গোরুর প্রাতিবেশিক ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত ব্যাখাগুলিতে বিরাজমান অসামঞ্জস্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন যে ভারতীয় 'ক্যাটল কমপ্লেক্স'-এর যৌক্তিক, অনর্থনৈতিক ও প্রচলিত ব্যাখাগুলির বদলে তার অযৌক্তিক, অর্থনৈতিক এবং অদ্ভুত ব্যাখাগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে হ্যারিস যুক্তি দেন যে, গরু নিধনের হিন্দু নিষেধাজ্ঞাকে খাদ্য শস্য, জ্বালানি ও সার উৎপাদনে গরু যে ভূমিকা পালন করে থাকে, সেই সম্পর্কের আলোকে বুঝতে হবে। তিনি দৃঢ়তা সহকারে ভারতীয় সমাজে বস্তুগত ও প্রতিবেশগত গুরুত্বকে দেখান এবং বলেন যে হিন্দুধর্মের

নীতির পরিবর্তে যেমন- অহিংসা, এটিই গরু নিধন এবং ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞার চূড়ান্ত ভিত্তি। মানবিক ধারণাগুলি সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে সৃষ্ট। ভারতীয়রা যে গরু হত্যা করে না, তাঁর কারণ এই নয় যে তাঁরা অতি ধার্মিক (হিন্দু ধর্মে গরুকে উপাসনা করা হয়), বরং এটি হচ্ছে গরু নিয়ে deal করার সবচেয়ে দক্ষ উপায়। যে সমাজে গরু দুধ, সার, চামড়া ইত্যাদি প্রদান করে, হালচাষ করে এবং মাল টানে, সে সমাজে গরুকে সংরক্ষণ করার জন্য তাকে হত্যা না করাই বা তার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করাই সবচেয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনাকে ইঙ্গিত করে। মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে এখানে সরাসরি প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে হ্যারিস দেখাতে চাইছেন। কিন্তু তিনি এমন কোনো সাধারনতত্ত্ব প্রদান করেননি যেখানে কী ধরনের অবস্থা গরুকে 'পবিত্র' বলে গণ্য করার কারণ তৈরি করবে, সেটিকে সুনির্দিষ্ট করে বলবে। আর যেহেতু তিনি এটি করেননি, সেহেতু তাঁর তত্ত্বটিকে এরকম প্রচুর উদাহরণ থাকা স্বত্তেও চ্যালেঞ্জ করা যাচ্ছে না, যেখানে গরু ভারতীয় সমাজের মতোই সেবা দেয়, কিন্তু তাদের 'পবিত্র' বলে গণ্য করা হয় না (ব্লক, ১৯৮৩)।

রাজনৈতিক অর্থনীতি: নৃবিজ্ঞানের মার্কসবাদী মতবাদগুলোর মধ্যে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' একটি প্রভাবশালী ধারা। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের 'বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব' এবং আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংকের 'অনুন্নয়ন' ধারণার মধ্যে দিয়ে এর সৃষ্টি হয় (ম্যাকগি ও ওয়ার্মস, ২০০৮)। যেখানে কাঠামোবাদী মার্কসবাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলোর জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেখানে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তৃতীয় বিশ্বের সর্ম্পকের প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে থাকে। নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য মার্কসবাদী চিন্তাধারা হতে রাজনৈতিক অর্থনীতি ধারাটি আলাদা, কারণ এটি ইতিহাসের ওপর জোর দেয়। এছাড়াও এটি মিয়াসুর কাজে নিহিত এ ধারণার বিরুদ্ধে যায় যে গ্রন্থিবদ্ধকরণ অবস্থায় পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সহ-অবস্থান ঘটে (বার্নার্ড, ২০০০, পৃ: ৯১)।

এ বিষয়ে এরিক উলফের বক্তব্যে আসা যাক। অন্যান্য নব্য মার্কসবাদীদের মতোই উলফ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমাজপাঠের ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় 'মোড অব প্রোডকশন'-কে ব্যবহার করেন। এটি প্রয়োগ করে তিনি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধরনকে বিশ্লেষণ করেছেন। ইউরোপীয় সমাজের বাইরের সমাজগুলো উপনিবেশ স্থাপনের ফলে কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা তিনি দেখিয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে কোনো কোনো কাঠামোবাদী মার্কসবাদীদের মতো কিছু নতুন প্রত্যয়ের উদ্ভাবন করেছেন। যেমন: জ্ঞাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষক উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি । যে সব সামজে সোশ্যাল কিনশিপ জন্মের পর ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্কের মাঝে স্থান দেয় এবং সেই সূত্রে জীবনধারণের কাজে একে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করার অনুমোদন দেয়, সে ধরনের সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন 'কিন অর্ডারড মোড অব প্রোডাকশন' বা 'জ্ঞাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা' । যে সব সমাজে মানুষ গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উপর উদ্বৃত্ত তৈরি করে এবং যে সমাজে এমন ব্যক্তি বা শ্রেণি রয়েছে, যারা উৎপাদককে জবরদস্তির বলে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে বাধ্য করে ও সেই উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করে (কর এর আকারে), সেই উৎপাদন পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন 'ট্রিবিউটরি মোড অব প্রোডাকশন'। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে রাজনৈতিক বা সামরিক শাসকেরা প্রাথমিক উৎপাদকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত

আত্মসাৎ করে, যেখানে এটি লক্ষ্য করা যায়। কৃষক সম্প্রদায়গুলির বিশ্লেষণে তিনি 'পিজেন্ট মোড অব প্রোডাকশন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। যেখানে কৃষক গৃহস্থালী চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন ও বিনিময় করে, বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক শক্তির জন্য উদ্বৃত্ত তৈরি করে (কর আকারে) ও তার কাছে বশীভূত থাকে এবং অসম সম্পর্ক যাদের অধীন করে রাখে, সেখানে এই পিজেন্ট মোড বিরাজ করে (ম্যাকগি ও ওয়ার্মস, ২০০৮)।

এছাড়াও উলফ মার্কসের 'পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তি দখলকৃত এলাকাগুলোর ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে পশ্চিমা পুঁজির অধীনস্থ করেছে। পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর সংযোজন বা অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, অসম সম্পর্কের জালে জড়িয়ে শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠন করেছে (উলফ, ১৯৮২)। এরিক উলফের কাজের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে সম্ভবত এটি দেখানো যে এশিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলো কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিল না, কিংবা ক্রিয়াবাদীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সময়বিহীন ও একক ছিল না। বরং যখন থেকে তাদের পাঠ করা শুরু হয়েছে, তখন তারা ইতিমধ্যেই 'বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির' মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে (প্রাগুক্ত)।

সাংস্কৃতিক মার্কসবাদঃ এখানে মার্কসীয় বস্তুবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানের 'সংস্কৃতি' ধারণাটির সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, যার ফলে সমাজে মানুষ কী উৎপাদন করতে চাইবে এবং কীভাবে উৎপাদনের কাজ শুরু করবে, তা সংস্কৃতি নির্দেশ করে। প্রথাগত মার্কসবাদীরা মনে করেন যে 'উৎপাদন পদ্ধতি' উপরিকাঠামো (superstructure)কে নির্ধারণ করে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কৃতি উপরিকাঠামোর ভেতরে পড়ে। স্পষ্টতই তাঁদের সংস্কৃতি বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি নৃবিজ্ঞানীদের থেকে ভিন্ন। সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ এর বিপরীতে মনে করে যে সংস্কৃতি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে (ব্লক, ১৯৮৩)। মানুষ চারপাশের দুনিয়াকে যেভাবে দেখে, সেভাবেই তারা ক্রিয়া করে, আর মানুষ কীভাবে তার পৃথিবীকে দেখবে, সেটি সমাজের জটিল ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং সংস্কৃতি কখনোই বাস্তব উপযোগিতা দ্বারা সৃষ্ট নয় (প্রাগুক্ত)।

১৯৬০ সন পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে শিকারী-সংগ্রহ সমাজের লোকেরা অনিশ্চিত জীবনযাপন করত এবং খাবার সংগ্রহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করত। ১৯৬০ সালে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়, যা এই ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। সাহলিন যুক্তি দেন যে কেবল শিকারী-সংগ্রহ সমাজে নয়, বরং আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানেও এমন অনেক কৃষক রয়েছে, যারা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগায় না। তারা তাদের শ্রমশক্তির ব্যবহার কম করে, প্রযুক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগায় না ও প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি সংগৃহীত হয় না (সাহলিন, ১৯৭২)। সাহলিনের মতে, উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পেছনের কারণ বিনিময় প্রথার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে গৃহস্থালির কাজকর্মে দ্রব্য বিনিময় করা প্রয়োজন এবং এটি করা হয় কেবল জীবিকা নির্বাহকে নিশ্চিত করার জন্য। এ ধরনের লেনদেনকে মার্কস 'নন-মার্কেনটাইল এক্সচেঞ্জ' বলেছেন। সাহলিন 'ডোমেস্টিক মোড অব প্রোডাকশন' বলে একটি উৎপাদন পদ্ধতির প্রস্তাব করেন, যেখানে উৎপাদন পুরোপুরি গৃহস্থালির অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে পূরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সাহলিন গৃহস্থালীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা (autonomy)-কে গৃহস্থলী উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন (প্রাগুক্ত)।

কাঠামোগত মার্কসবাদ: জোনাথন ফ্রিডম্যানের (১৯৭৪) ভাষায় 'সামাজিক গঠনের উপাদানগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃতিকে সূত্রাবদ্ধ করাই মার্কসের সমাজপাঠের মূল কাজ এবং ফরাশি কাঠামোগত মার্কসবাদীরা এ বিষয়টিতেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি বিষয়ের প্রতি কাঠামোগত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

(ক) অপুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি: কাঠামোগত মার্কসবাদীদের কাছে অধিকতর মনোযোগ পেয়েছে অপুঁজিবাদী সমাজগুলি উৎপাদন পদ্ধতি কী হতে পারে, সেটি। তাঁদের পঠিত সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি কী, তাঁরা সেটি সূত্রাবদ্ধকরণের চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ক্লদ মিয়াসু কৃষি সমাজের স্বপোষী (subsistance) উৎপাদনের এক অভ্রান্ত মার্কসীয় বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন। অর্থনৈতিক বিষয়াদির সাথে সাথে তিনি প্রযুক্তি ও পরিবেশগত উপায়ের সম্পর্কের মধ্যেকার গতিময়তাকে তুলে ধরেছেন (এরিকসেন ও নিয়েলসেন, ২০০১)। তিনি 'গার্হস্থ্য উৎপাদন পদ্ধতি (DMP)' প্রত্যয়টির প্রস্তাবনা করেন, যা পরিবার-খানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মার্শাল সাহলিনও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝাবার জন্যে অভিন্ন প্রত্যয়ের প্রস্তাব রাখেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথাবাদের বিপদ থেকে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানকে উদ্ধার করা, মার্কসীয় তত্ত্বে আফ্রিকান অর্থনীতিগুলিকে মেলানো নয় (প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪)। মিয়াসুর কাজ এটি পরিষ্কার করে দেয় যে পুঁজিবাদের আগমন পূর্বেকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি রূপান্তর করতে পারে না। তবে ঔপনিবেশিক আমলে অনুপ্রবিষ্ট পুঁজিবাদ, যাকে তিনি বলেছেন colonial capitalism, তা প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মিয়াসু দেখান যে পুঁজিবাদ প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে চতুর্দিকে ঘিরে ধরে। ফলে তাদেরকে এমন করে সংরক্ষণ করা হয়।

মিয়াসু (১৯৮১) গৃহস্থালী উৎপাদন পদ্ধতির এক অগ্রগামী তত্ত্ব প্রদান করেন ও সেই সাথে ধ্রুপদী ও কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানের এক বৈপ্লবিক সমালোচনা পেশ করেন। এখানে তিনি দেখান যে সমাজের একটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞাতি সম্পর্ক মানুষের 'প্রজনন' প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর মানুষের পুনরুৎপাদন কিংবা সামাজিক পুনরুৎপাদন হচ্ছে যাবতীয় রূপে শ্রম ক্ষমতার ও মানব শক্তির উৎপাদন। পুঁজিবাদী পরিপ্রেক্ষিতে এটি হলো দ্রব্যাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় শ্রম ক্ষমতার (labor power) উৎপাদন। ক্লদ মিয়াসু শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ এমনকি কৃষিজীবি সমাজের সদস্যদের মাঝেও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের ওপর কাজ করেছেন।

(খ) অবকাঠামোগত নির্ধারণবাদ: কাঠামোগত মার্কসবাদ অবকাঠামোগত নির্ধারণবাদের বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এটি অবকাঠামোর ধারণায় বৈপ্লবিক সংশোধন আনয়ন করেছে (স্পেন্সার, ১৯৯৬)। গোদেলিয়ে ও তাঁর অনুসারীগণ অপুঁজিবাদী সমাজগুলিতে ধর্ম কিংবা জ্ঞাতিসম্পর্ক অবকাঠামো হিসেবে 'কাজ' করতে পারে বলে যুক্তি দিয়েছেন। এখানে কাঠামোগত নির্ধারণবাদের বিষয়টি প্রায়ই এই বাক্যাংশ দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে, 'determination in the last instance', অর্থাৎ 'শেষতক নির্ধারণ করে থাকে'। সমাজ সংগঠনের অবকাঠামোই হচ্ছে সেই নিষ্পত্তিমূলক উপাদান, যা সমাজ সংগঠনের চরিত্র এবং তার উৎপাদন পদ্ধতিকে শেষ অবধি নির্ধারণ করে দেয়।

(গ) সমাজ বিশ্লেষণে অন্যান্য উপাদানগুলিকে গুরুত্ব প্রদান: আলথুসার তাঁর ভাবাদর্শ বিষয়ক লেখায় ভাষা, প্রতীক, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে আধিপত্যশীলতা (domination) ও অন্বয় (integration)-

উভয়েরই উৎস হিসেবে পাঠ করবার প্রতি উৎসাহ যোগান। এর ফলে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও জ্ঞাতিসম্পর্কের সাথে সামাজিক শ্রেণিকরণের অন্যান্য উৎসের মধ্যে (যেমনঃ বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক ফারাক) সম্পর্কের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু হয়। এছাড়াও কাঠামোগত মার্কসবাদীরা পরিমাপ (scale) ও অন্বয়ের (integration) বিষয়টিকেও তাদের কাজের সাথে যুক্ত করেন।

কাঠামোগত মার্কসবাদ একদা নতুন এক নৃবৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই তত্ত্বের আলোকে প্রস্তাবিত সমাজে শ্রেণিকরণ ব্যবস্থার সাথে এটির বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিশ্লেষণগুলি ঠিক খাপ খায় না। কেননা মার্কসীয় চিন্তাধারা এথনোগ্রাফিক বিষয়াদির প্রতি অতোটা মনোযোগী নয়। ফলে এ মতবাদের অনুসরণকারীরা মার্কসীয় চিন্তার দিকে ঝুঁকলে এটি 'নৃবিজ্ঞান' থেকে দূরে সরে যায়।

নৃবিজ্ঞানে মার্কসবাদী চিন্তার মূল্যায়ন

প্রবন্ধের এ অংশে নৃবিজ্ঞানের মার্কসবাদী মতবাদগুলি 'মার্কসীয় চিন্তা' হিসেবে কী ধরনের বা কোন পদের, সেটি বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথমে 'অপরিশোধিত বস্তুবাদী' তত্ত্বগুলিকে বিবেচনা করা যাক। এগুলি মার্কসবাদী নয় বলে ব্লক (১৯৮৩), ফ্রিডম্যান (১৯৭৪) প্রমুখ খারিজ করে দিয়েছেন। কেননা, 'যান্ত্রিক বস্তুবাদী' কিছু পুরোনো ধারণার সাথে এটি সংগতিপূর্ণ, যেখানে উৎপাদন পদ্ধতিকে একটি 'প্রযুক্তিগত প্রপঞ্চ' বলে গণ্য করা হয়েছে (ফ্রিডম্যান, ১৯৭৪)। এর বিপরীতে মনে করা হয় যে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অধিকতর পরিশীলিত এবং এটি উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে 'যান্ত্রিক' সম্পর্কে আবদ্ধ বলে গণ্য করে না। বলাবাহুল্য, মার্কসীয় নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই এমন ভ্রান্তিতে পড়েছেন (প্রাগুক্ত)।

নৃবিজ্ঞানে অপরিশোধিত বস্তুবাদের আগমনের বিষয়টি ইতঃপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বলে আবার একটু গভীরভাবে বিবেচনা করা যাক। সমাজ বিশ্লেষণে মার্কসবাদীরা যে দ্বান্দ্বিকতার পরিচয় পান, তা পরস্পরবিরোধী শ্রেণিস্বার্থের মাঝে নিহিত থাকে। আদিম সমাজে 'শ্রেণি'-র উপস্থিতি ছিল না বলেই তারা মনে করেন। বিষয়টি এঙ্গেলসকে তাঁর *পরিবার, ব্যাক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৯৭২) গ্রন্থটি লেখায় আদিম সমাজকে ব্যাখা করবার ক্ষেত্রে সহায়তা করেনি। ফলে তিনি ও তাঁর উত্তোরাধিকারীরা মর্গান, টাইলর ও র‍্যাটজেলের মতো নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হন। আর ঔই সময়ে ওই তত্ত্বটি ছিল ডাইউইনবাদের আরেক রূপ (form) মাত্র।

মরিস ব্লকের (১৯৮৩, পৃ: ১৩৩) মতে, মারভিন হ্যারিস 'সত্যিকারের মার্কসবাদ' নামের যে তত্ত্বটিকে দেখছেন, তা নেহায়েতই তাঁর পরিচিত, পুরোনো 'নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' মাত্র, লেসলি হোয়াইট যেটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মার্কসবাদের সাথে তাঁর জুড়ে যাওয়াটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। ফলে 'মার্কসবাদ' বলে হ্যারিস যেটিকে দেখছেন, তা নিছক উনিশ শতকের 'ডারউইনি নৃবিজ্ঞান', 'প্রকৃত মার্কসবাদ' নয়। ব্লক (প্রাগুক্ত) আরো বলেন যে হ্যারিস প্রাক-শ্রেণি (pre-class) সমাজের কারণ সম্পর্কিত মার্কসীয় চিন্তাবিদ প্লেখানভের দর্শন (view) গুলিকে সকল সমাজের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন, যে দর্শন আসলে নৃবিজ্ঞান থেকে ধার করা হয়েছিল। আর এর ফলে আমরা এমনই এক তত্ত্ব লাভ করে থাকি, যেখানে যাবতীয় মানব প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠানকে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার

(natural circumstances) প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা হয়েছে। হ্যারিসের প্রিয় উদাহরণ ভারতের পবিত্র গোসম্পদ এর প্রমাণ। এখানে হ্যারিসের কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কারণ তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই মার্কসীয় চিন্তার সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং তাঁর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদের বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। আর পরিবেশের উপর গুরুত্বপ্রদান বহু নৃবিজ্ঞানীকেই পরিবেশবাদী পঠন-পাঠনে অনুপ্রাণিত করেছে।

আবার হ্যারিস বস্তুবাদ বলতে যা বোঝেন, তা হলো মানুষের ক্রিয়াকলাপ, তার পরিবেশের দৈহিক শক্তিনিচয়ের ফল। মানুষের চিন্তাভাবনা তাঁদের কাজে কোনো গুরুত্ব রাখে না। তিনি মার্কসের 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা বিষয়ক ভূমিকা' থেকে মার্কসের বিখ্যাত উদ্ধৃতটি ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্য প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু বক্তব্যটিতে যে 'social' কথাটির উল্লেখ ছিল, তা পুরোপুরি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। বিষয়টি খোলাসা করা যাক। মার্কস বলেছিলেন যে 'মানুষের সচেনতা তাঁর অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং তাঁদের সামাজিক অস্তিত্ব তাঁদের সচেতনতাকে নির্ধারন করে থাকে' (হ্যারিস, ১৯৬৮, পৃ: ২২৯ থেকে উদ্ধৃত)। হ্যারিস তাঁর গ্রন্থে এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন। তবে বিষয়টিকে তিনি এইভাবে বুঝেছেন যে 'উৎপাদনের বস্তুগত শর্তাদি কোনো না কোনোভাবে সচেতনতাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারণ করে থাকে'। আর এটি করতে গিয়ে তিনি শুধু মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতাকেই বিসর্জন দেননি, মার্কসের লেখায় উল্লেখকৃত 'social' শব্দটিকেও এড়িয়ে গেছেন। অথচ এই 'social' শব্দটিই পরিষ্কার করে দেয় যে মার্কস কোনোভাবেই কোনো নির্ধারণবাদের কথা বলেছেন না। আর হ্যারিস মনে করছেন যে পরিবেশ সংস্কৃতিকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে (ব্লক, ১৯৮৩,পৃ: ১৩৫)। ফলে দেখা যাচ্ছে যে 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' মোটেই কোনো মার্কসীয় তত্ত্ব নয়। এমনকি মার্কস স্বয়ং সেটিকে নাকচ করে দিয়েছিলেন। ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কসের এমন অবস্থানের পরিচয় মেলে। মারভিন হ্যারিসের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জেরেমি বেনথামের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই মিলে যায় বলে ওই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হলো না (প্রাগুক্ত: পৃ: ১৩৪)।

যান্ত্রিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আপত্তির আরও একটি কারণ হলো এই যে এটি সরলতর বস্তুবাদকে বুঝিয়ে থাকে, যা সামাজিক ধরন (social form)-গুলিকে নিছক উপ-প্রপঞ্চ হিসেবে গণ্য করে। সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ শুধু সরলতর বা যান্ত্রিকই নয়, এরা কার্মিক অভিজ্ঞতাবাদী ভাবাদর্শে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, যা তাদের সময়কার মার্কিন নৃবিজ্ঞানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল (ফ্রিডম্যান, ১৯৭৪)। বলাই বাহুল্য, তা মার্কসবাদ বিরোধী। র‍্যাপাপোর্টের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিবেশিক বিশ্লেষণে লক্ষ করা গেছে যে সাম্বাগাদের জগতে বস্তুগত ও প্রতীকী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না যেন প্রতিটি জিনিস প্রতিটির সাথে কার্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যাই হোক, সাম্বাগাদের ওপর লিখবার পর র‍্যাপাপোর্ট 'প্রাতিবেশিক নির্ধারণবাদী' অবস্থান থেকে সরে আসেন। তবে তাঁর কাজটি আজও ওই ঘরানার একটি ধ্রুপদী কাজ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে।

এখন নব্য মার্কসবাদের প্রতি নজর দেয়া যাক। নৃবিজ্ঞানে যান্ত্রিক বা অপরিশোধিত বস্তুবাদী ও নব্য মার্কসবাদী উভয়েই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের ধরনকে তাদের বিষয়বস্তু (যেমন অপশ্চিমা সমাজের পাঠ)-কে দেখবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছে। উভয়ই দৃষ্টিবাদী ধারায় মনোযোগী চিরায়ত নৃবিজ্ঞানকে আক্রমণ করেছে। কেননা এরা মনে করত যে সব ধরনের বিজ্ঞানই

'মূল্যবোধসম্পন্ন' আর চিরায়ত নৃবিজ্ঞান হচ্ছে দৃষ্টবাদী, যারা মূল্যবোধবিযুক্ত বিজ্ঞানের (value free science) আদর্শকে ধারণ করে থাকে। তবে নব্য মার্কসবাদীরা মার্কসের মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। সমাজ বিশ্লেষণের মৌলিক প্রত্যয় 'উৎপাদন পদ্ধতি'কে ব্যবহার করেছেন এবং সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। আর যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা প্রতিবেশ ও ক্রিয়াকে বিবেচনায় রেখে 'সাড়াদানকারী কৌশল (feedback machnism)' ও 'স্থিত অভিযোজন (stable adaptation)'-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

নব্য মার্কসবাদীদের মধ্যে কাঠামোগত মার্কসবাদীদের বিষয়ে সবচাইতে বড় আপত্তি হলো এরা মার্কসবাদের মূল চরিত্রকে বদলে ফেলেছে– দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে দ্বান্দ্বিক ভাববাদে রূপান্তরিত করেছে। ফলে কেউ কেউ তাদের ফরাশি কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক শাখা হিসেবে গণ্য করেছেন (এরিকসন ও মারফি, ২০০৩, পৃ: ৯৯)। সাংস্কৃতিক মার্কসবাদও তেমনই মূল ধারার মার্কসবাদের বিপরীতে অবস্থান করে থাকে। কাঠামোগত মার্কসবাদের মতো এটিও মনে করে যে উপরিকাঠামো মূল কাঠামোকে নির্ধারণ করে। সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ 'সংস্কৃতি'-কেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কৃতি মানুষের আচরণ এবং সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে, সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও চালনা করে। বলাই বাহুল্য, মূলধারার মার্কসবাদ সংস্কৃতিকে উপরিকাঠামো হিসেবে গণ্য করে, যা মূল কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সবশেষে রয়েছে এরিক উলফের রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটি মার্কসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে সমাজের অলিখিত ইতিহাসকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছে। অপশ্চিমা সমাজকে মার্কসীয় বিশ্লেষণের আওতায় এনে ইতিহাস, ক্ষমতা ও ভাবাদর্শের গতি-প্রকৃতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছে। তবে প্রচুর মানুষ এটিকে অনুসরণ করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই নৃবিজ্ঞানী নন। এমনকি মার্কসীয় রীতিকেও অনেকে অনুসরণ করেননি। কিন্তু ক্ষমতা ও প্রতিরোধের ওপর যে কাজগুলি হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলিই প্রথম দিকের মার্কসবাদী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে উত্তর অ্যামেরিকার তরুণ র‍্যাডিক্যাল নৃবিজ্ঞানীরা মার্কসীয় অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাজ করলেও তাঁর প্রতি ঋণ স্বীকার করেন না (স্পেন্সার, ১৯৯৬, পৃ: ৩৫৪)। গত শতকের আশির দশকের পর থেকেই মার্কসবাদীদের প্রভাব ক্রমে বিলীয়মান হয়ে পড়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক অনুশীলন বহুলাংশে উত্তর মার্কসবাদী ধারণায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞানে গত শতকে বিকশিত মার্কসীয় চিন্তাধারাকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপকভাবেই লেভিস্ট্রসের কাঠামোবাদ-প্রভাবিত ফরাশি নৃবিজ্ঞানে মার্কসীয় ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে, যা লেভিস্ট্রসের ভাববাদী চিন্তাকে মার্কসের বস্তুবাদী চিন্তার সাথে মেলানোর প্রয়াস পায়। আলথুসারের মতো চিন্তকেরা মার্কসের চিন্তাধারাকে সংশোধনপূর্বক এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা ইউরোপকেন্দ্রিক মার্কসবাদকে ইউরোপের বাইরের সমাজে প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করে। অনুমিতভাবেই বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা দ্বারা পরিচালিত পশ্চিমা বিদ্যাজগতে মার্কসীয় ধারণা এককভাবে, এমনকি মূল ধারণার প্রতি অনুগতভাবে প্রসার লাভ করেনি। এটি নানা ধারায় নানাভাবে বিকাশলাভ করেছে। এগুলির মধ্যে যে ধারাগুলি সুস্পষ্টভাবে শনাক্তিযোগ্য ও বহু একাডেমিশিয়ানদের আকৃষ্ট করেছে, সেগুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক ইউরোপের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমাজে মার্কসীয় ভাবনার প্রয়োগ সার্বজনীন কিংবা একরৈখিক সংকল্পনা তৈরি করেনি। তবে আগে হোক, পরে হোক, এ সমস্ত সমাজ আধিপত্যশীল পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিরও ধরন বদলেছে। গত শতকের আশির দশকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে নতুন নতুন চিন্তাধারা ও মতবাদ জন্মলাভ করেছে। নৃবিজ্ঞানে কোনো কোনোটি মার্কসীয় ধারণার কিছু বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। যেমন মার্কসীয় ও নারীবাদী চিন্তায় বৈষম্য ও ক্ষমতার বিষয়টি অন্য ঘরানায় ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে। ফলে পুরাতন অনেক মতবাদের মতোই মার্কসীয় ঘরানা দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস। (২০০৩)। *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: একুশে প্রকাশন।

Barnard, Alan. (2000). *History and Theory in Anthropology.* Cambridge: Cambridge University Press.

Barnard, Alan and Spencer, Jonathan (eds). (1996). *International Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.* London: Routledge.

Bloch, Maurice. (1983). *Marxism and Anthropology.* Oxford: Oxford University Press.

Crapo, Richly H.(1995). 4th ed. *Cultural Anthropology.* Dubuke I A: Brown and Benchmark Publishers.

Engels, F. (1972) *The Origin of the Family, Private Property and the State.* ed. E. B. Leacock. London: Lawrence and Wishart.

Erickson, Paul A. and Murphy, Liam D. (2003). 2nd ed. *A History of Anthropological Theory.* New York: Broadview Press.

Eriksen, T. H. and Nielsen, F. S. (2001). *A History of Anthropology.* London: Pluto Press.

Friedman, Jonnathan. (1974). Marxism, Structuralism and Vulgar Materialism in *Man* 9(3), 444-469.

Harris, Marvin. (1968). *The Rise of Anthropological Theory.* New York: Thomas Y Crowell Company.

Layton, Robert. (1997). *Introduction to Theory in Anthropology.*Cambridge: Cambridge University Press.

Marx, Karl and Engels, F. (1970). *The German Ideology*. ed. C.J. Arthur. London: Lawrence and Wishart.

Meillassoux, Clade. (1981). *Maidens, Meal and Money*. Cambridge: Cambridge University Press.

Moore, J. D. (2009). 3rd ed. *Visions of Culture*. New York: AltaMira Press.

Nikitin, P. I. 1983. *The Fundamentals of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers.

Rappaport, Roy, A. (1967). *Pigs for the Ancestors*. New Haven, CT: Yale University Press.

Rey, P. P. (1971). Colonialism, neo-colonialism and the transition to capitalism: F. Maspero.

Sahlins, Marshall D. (1972). *Stone Age Economics*. Chicago: Aldine.

Wolf, Eric. (1982). *Europe and the People Without History*. Berkeley: University of California Press.